‘শিকার করাটা একটা আর্ট’। মস্তিষ্কের ভেতর কোথায় যেন ঘুমিয়ে ছিল কথাটা। লাফিয়ে উঠে বসল কথাটা এক্ষুনি। মনের মধ্যে পাক খেল কথাটা বারকয়েক ‘শিকার করাটা একটা আর্ট’, ‘শিকার করাটা একটা আর্ট’। ঠিক। ঠিকই। গত পরশু থেকে ঠায় বসে থেকে ধৈর্য ধরেও লাভ হচ্ছে না কিছু জয়ন্তর। বিষন্ন সুন্দরী, শীতল সুন্দরী উঠে গেল এক্ষুনি। ছড়িয়ে দিয়ে গেল মধুর প্রদাহ প্রবাহ। কত ধরনের যে অনুভূতি হয় রাগ, দুঃখ, কাম ভাব ছাড়াও ! অনুভূতির পাঞ্চ যাকে বলা হয়। রাগে-দুঃখে

মিলেমিশে অনুভূতির যে পাঞ্চ হয় তাতে আত্মহনন ঘটে যায়। এমনকী রাগ বা দুঃখ সৃষ্টির জন্য দায়ী মানুষটির প্রাণনাশের ইচ্ছা পর্যন্ত জাগে। শুধু রাগে ঘুষোঘুষি করতে ইচ্ছে হয়। শুধু দুঃখে কান্না পেতে পেতে একেক সময় নিজেকে ট্র্যাজিক গল্পের নায়ক-নায়িকা মনে হতে থাকে। তারপর আয়নায় নিজের কান্না মুখ দেখে নিজেরই প্রতি প্রেমের ভাব জেগে ওঠে। আনন্দের কথা ছেড়েই দেওয়া গেল। তার 'বহু প্রকাশ' রূপ। কিন্তু এই তিনদিন যাবৎ জয়ন্তর মনে যে অনুভূতি জন্ম নিয়ে তা লক্ষ লক্ষ ডালপালায় বিকশিত হয়েছে এবং সেই অজস্র শাখাপ্রশাখা তার গলা টিপে ধরছে অহর্নিশ, তাকে যে সে কী নাম দেবে নিজেই ঠিক করে উঠতে পারছে না। শুধু মনে হচ্ছে বিষন্ন এক প্রদাহ। যে প্রদাহে জ্বালা আছে, অশ্রু পতন আছে, অন্তঃস্রোত রক্ত ক্ষরণ আছে, আর আছে গভীর এক বিষন্নতার বোধ যার সঙ্গে মিলেমিশে আছে অপূর্ব এক ভাললাগার আবেদন। ভাললাগার আবেদন থেকে বিষন্নতা বোধটির জন্ম হয়েছে বলেই তা এক প্রদাহ স্বরূপ। বিষাদ সুন্দরী ধীর এক ছন্দে সাদা পৃষ্ঠার মত একটু বাতাস রেখে চলে গেল এই মুহূর্তে।

নদীর ছলোচ্ছল ভাবটিও সেই বাতাসের স্পর্শে মন্থর লয় হয়ে গেল বলে মনে হল জয়ন্তর। চেনা নদীটিকেও এই তিনদিন অচেনা লাগছে তার। একজন নারী যে প্রকৃতির ওপরেও এমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তা তার এই প্রথম অভিজ্ঞতা। অথচ এর আগে যে কতবার উত্তরপাড়ার এই বাড়িতে সে মুক্ত পুরুষ হয়ে বাঁধন ছাড়া হতে এসেছে! বন্ধুবান্ধব নিয়ে হইহই করে ফিরে গেছে এক-দু'দিন কাটিয়ে। বারান্দা থেকে নদী দেখা, বিছানায় শুয়ে নদী দেখা, সূর্যাস্তকালে নদীর বুকে ভেসে পড়া মন্মথ মাঝির নৌকা চেপে -- হই হই জীবনযাপন যাকে বলে আর কী! সারা সপ্তাহের যাবতীয় চাপা টেনশন, উদ্বেগ 'সব ঝেড়ে ফেলে ফ্রেস হতে এখানে আসা। এইবারই যাবতীয় ভাবনা-চিন্তা উল্টোপাল্টা হয়ে গেল। তিনটে দিন ধরে এই আলো এই ছায়া।

বিষন্ন সুন্দরী চলে গেলেও বসে রইল সে। কারণ তার ঘরের ভেতরটি মাঝে মাঝে পর্দার বাতাস খেলার ফাঁকে ফাঁকে একটু হলেও দেখা যাচ্ছে। যদিও যে ঘরটি দেখা যাচ্ছে সেই ঘরটি শূন্য। আসবাবপূর্ণ হলেও কোনও প্রাণীর চিহ্ন নেই। তবুও এই ঘরে সুন্দরীর নিঃশ্বাস আছে বলেই সে বসে রইল। যদি দেখা যায় আরও একবার। তার অনন্ত বসে থাকার আরও একটা কারণ এইবার সে শহর ছেড়ে একলাই পালিয়ে এসেছে এখানে। অফিসের মস্ত একটা ঝঞ্ঝাট সামলে কিছুটা স্বস্তি পেতে বন্ধুবান্ধবদের

ছাড়াই দুটো দিন হাত-পা মেলে শুয়ে বসে কাটাবে -- উদ্দেশ্য ছিল এই।

বিশেষ করে পৌলমী আর শ্রাবণীর কানে যদি কথাটা একবার উঠত, তাহলে শান্তি এবং স্বস্তি -- দুইয়ের কপালেই ছিল প্রবল লাঞ্ছনা। পৌলমী তার চব্বিশতম শিকার আর শ্রাবণী পঞ্চমতম। শ্রাবণীর অঢেল ধৈর্য, অঢেল প্রেম। সে শুধু শিকার নয়, আহত শিকার। তার একাধিক শিকার শিকার খেলায় প্রায় অনেকটাই তার জ্ঞাত। ঝগড়া করেছে এই নিয়ে, হাতাহাতি-মারামারি পর্যন্তও গড়িয়েছে কখনও। তারপর আবার পায়ে পায়ে ফিরে এসেছে। ইতিমধ্যে খেলার নিয়ম অনুসারে তার শিকারের সংখ্যা আঠাশ। আঠাশতম শিকার ভারতী। সে বিবাহিত বলে সামাজিক কারণেই ব্যাপারটিতে গোপনীয়তা পছন্দ করে। মান-অভিমান বা ঝগড়ার প্রশ্ন ঈষৎ কম। ভারতীর ধারণা সে জীবনে এই প্রথম প্রেমে পড়েছে। যদিও তার সব শিকারই বেশ কিছুদিন আহ্লাদে সপ্তম স্বর্গে বসবাস করত এই ভেবে যে সেই একমাত্র এবং প্রথম। কারোর কারোর ক্ষেত্রে অন্যরকম হয়েছে ঘটনা। শিকারের কৌশলগত কারণেই তারা কেউ কেউ দুঃখী হয়েছে। তাদের ক্ষেত্রে সে ব্যর্থ প্রেমিক। বহু যন্ত্রণা বুকে বহন করে ক্ষতবিক্ষত হওয়ার পরেই সে নাকি সেই মেয়েটিকে খুঁজে পেয়েছে, এমনটিই সে বুঝিয়েছে তাদের।

আপাতত আঠাশতম ভারতী, চব্বিশতম পৌলমী আর পঞ্চমতম শ্রাবণী জয়ন্তর বর্তমান জীবনে অতি বড় বাস্তব। ভারতী ও পৌলমী পরস্পরের অস্তিত্ব না জানলেও শ্রাবণী এই দুজনের ছায়া উপস্থিতি টের পেয়েছে। সে নিজেও এই ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক। ভারতী তার সংসারের দায়দায়িত্ব ছেড়ে তার সঙ্গে একটানা দু-চারদিন কোথাও বাইরে কাটানোর কথা ভাবতেও পারে না সে জানে। পৌলমী আহ্লাদী ধরনের। যৌনতায় রক্ষণশীলতা নেই তার মোটের ওপর। তাই আট মাসের সম্পর্কে সে ইতিমধ্যেই বকখালি ও ডায়মন্ডহারবারে নিশিযাপন করে এসেছে তার সঙ্গে। শারীরিক সম্পর্কে অনাবিল আনন্দদায়িনী সে। আর শ্রাবণী পঞ্চমতম হওয়ার সুবাদে তার সঙ্গে বারদশেক কাশ্মীর থেকে কল্যাণী ঘুরে এসেছে। পতিব্রতা স্ত্রীর মতো তার আচরণ। স্বামীর জামায় অন্য মেয়ের ঘ্রাণ পেলে সাময়িক অশান্তির পর আবার ফিরে আসে স্বামীর বুকে। তাই বর্তমানে শ্রাবণী আর পৌলমীকে এড়িয়ে সে আপন সত্তার মুখোমুখি হতে এসেছে। বহু শিকারের পর মাঝে মাঝে উপবাস শরীর ও মনের পড়ে বাঞ্ছনীয়, এ সত্য আজকাল সে উপলব্ধি করে। বিশেষ করে ইদানীং সে লক্ষ্য করেছে

শিকার নিজে থেকে এসে ধরা দেয় তার কাছে। ভাবটি এমন, 'আমাকে বধ কর। ভক্ষণ কর প্রভু। আমি তোমাতেই বিলীন হতে চাই, তোমাকেই উৎসর্গ করেছি আমার এ শরীর মন।' শিকার যদি লোভনীয় হয় তবে তাকে ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী সে নয়। প্রয়োজন মতো একদিন ভক্ষণ করেই হাড়-মাংস ছিবড়ে ফেলে দিতে দ্বিধা করেনি সে এই সমস্ত ক্ষেত্রে। এরপরই বহু ভক্ষণে ক্লান্তি আসে তার আজকাল মাঝে মাঝে। আটমাস হয়ে গেছে পৌলমী তার জীবনে। এক দীর্ঘ সময় শ্রাবণী ছাড়া কেউ তার জীবনে থাকেনি। এত এক সমস্যা। এই সমস্যায় রীতিমতো জেরবার সে। পৌলমীকে এড়িয়ে যেতে তার ফোন গ্রহণ করে না সে। পৌলমী দেখা করতে চাইলে ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়েছে বারকয়েক। সম্মুখ সাক্ষাতে কথা বলার সময় ইচ্ছা করে হাই তুলে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে সে ক্লান্ত। তবু কী আগ্রহ পৌলমীর! পৌলমী স্বভাবে কিছুটা শ্রাবণীর ছোঁয়া আছে। সে আবিষ্কার করেছে। এই ধরনের মেয়েদের নিয়েই তার যত বিপদ। মনামী, কৌশিকী, শ্যারন, ববিতাদের মতো মেয়েদেরই সে শিকার হিসাবে পছন্দ করে। কারণ তারা খাদ্যদ্রব্যের মতো আসে। নিজেদের চুরি যেতে দিতে পছন্দ করে। সচেতনভাবে চুরি যায় তারা। তারপর খরিদ্দার হিসাবে অন্য কোনও একজনকে পছন্দ করে ও চলে যায়। মান-অভিমান, ঝগড়াঝাটি অথবা স্পর্শকাতর কোনও সম্পর্কে তারা সামান্যতম আগ্রহী নয়। তার মাঝে মাঝে মনে হয় এই চরিত্রের মেয়েরাই তার প্রথম পছন্দ। তার নিজেরই মনে হয় এরা সব 'জয়ন্তর স্ত্রী লিঙ্গ!'

বর্তমানে সমস্যা তার পৌলমীকে নিয়ে। শ্রাবণীর সঙ্গে দীর্ঘদিনের ভালবাসা-ঘৃণার সম্পর্ক একটা শক্ত ভিতের উপর প্রায় প্রতিষ্ঠিত। যেমন ইচ্ছা সে শ্রাবণীকে ব্যবহার করতে পারে। একটা অধিকার বোধও জন্মে গেছে কবেই যেন। শ্রাবণীকে সেও আর অস্বীকার করতে পারে না। বহু ব্যবহারে সে তার অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু পৌলমীকে এই পর্যায়ে পৌঁছতে দেবে না সে বদ্ধপরিকর। তাই কাজের ফাঁকে কাউকে না জানিয়ে তার এই পলায়ন। এবং সকাল থেকে দশ বারো বার পৌলমী ফোন করার পর একটু আগেই বিষন্ন সুন্দরীকে দেখতে দেখতে সে জানিয়ে দিয়েছে অতি কঠিন একটি কথা, 'এইভাবে আমার পেছনে পড়ে থেকো না। লাভ নেই।' কথাটা ইচ্ছা করেই সে সামান্য উচ্চস্বরে বলেছে, যাতে সুন্দরীর কানে সে কথা প্রবেশ করে। লক্ষ্য করেছে যে শ্রবণ ইন্দ্রিয় যেন একটু সজাগ হল তার। তার গঙ্গাবক্ষে নির্মীলিত বিষন্ন চোখের পাতা যেন

ঈষৎ কেঁপে উঠল। তবু চোখ তুলে সে চায়নি একটি লহমার জন্যেও।

পৌলমী বেশ আঘাত পেয়েছে বুঝতে পারছে সে তখন। মুহূর্তে নির্বাক সে। তারপর কান্না ভেজা স্বরে বলল, এত খারাপ ! এত খারাপ তুমি ভাবতেও ঘেন্না করছে ! ছিইই !
এই সুযোগ ; সে পৌলমীর কথার রেশ ধরে বলে উঠেছিল, আঙুর ফল টক এ তো সর্বজনবিদিত। আমি তো খারাপই। আমার পিছনে আজ আটমাস পড়ে আছ ! আজ বলছি, কোনও লাভ নেই। জয়ন্ত মিত্রকে এত সহজলভ্য যারা ভাবে, তারা আমার সাধারণ বন্ধু হওয়ারও যোগ্যতা রাখে না। বাই।' কথা বলতে বলতে বিষন্ন সুন্দরীর চোখ এবং শরীর ভাষা লক্ষ্য করছিল সে। সামান্য সজাগ কিন্তু বড় নিরুত্তাপ সে।

পৌলমী কাঁদতে কাঁদতে ফোন রেখে দেওয়ার পরেও সে ইচ্ছা করে বলে চলেছিল, 'দেখো ভাই, কান্নাকাটি করে লাভ নেই তো কিচ্ছু। আমার আশ্চর্য লাগছে, আমার মতো মানুষকে কারোর এত ভাল লাগতে পারে ভেবে। কী আছে আমার ? ইন্ডিয়ান অয়েলের একটা চাকরি করি মাত্র। পোস্টটা গাল ভরাই। আমার পোস্ট দেখে যদি তুমি প্রেমে পড়, তাহলে বরং তুমি আমার বসের সঙ্গে প্রেম করো। আমি ষাট হাজার পাই, মিস্টার হুমায়ূন দেড় লাখ পান। কথা বলতে বলতে দৃষ্টি তার অপলক ছিল বিষন্ন সুন্দরীর প্রতি। এইবার সামান্য একটু থেমে সে বলল, কীই ? ওহ্‌হো, আমি ভাল গান গাই ? হাঃ হাঃ হাঃ। আরে বাবা, ওরকম গান কত লোকে গায়, ওটা একটা কোয়ালিফিকেশন হল ? শোন, আমি তোমার যোগ্য নই, হয়তো কারোরই যোগ্য নই, ফরগেট মি। বাই --।

গ্রীষ্ম সন্ধ্যা। সিঁদুর চর্চিত পশ্চিমে দিগন্ত। হোলি খেলার মতো সিঁদুর খেলেছে। সন্ধের আকাশ। গঙ্গা স্রোতস্বিনী আপন প্রবাহে চলেছে। মৌনতার মধ্যেই তার যাবতীয় শখ। যে শুনতে পায়, সে পায়, যারা পায় না, তারা জন্ম বধির।

আজ যেন নদীবুক থেকে উঠে আসছে কিছু কথা। সন্ধের মুখ থেকেই মানুষজন বেরিয়ে পড়েছে নদীপারে। গঙ্গা এদিকে প্রসারিত বক্ষ। অঢেল জল তার বুকে। বেশ কিছু নৌকা ভেসে পড়েছে অল্পবয়সী কিছু তরুণ-তরুণী, যুবককে নিয়ে। অন্য দিন হলে জয়ন্তও বেরিয়ে পড়ত সঙ্গীদের নিয়ে। আজ বারান্দায় বসে থাকার ইচ্ছাই প্রবল

তার। যদিও এই মুহূর্তেই বিষন্ন সুন্দরী বাতাসের মতো হাল্কা ছন্দে ঘরে ঢুকে গেল।

সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হল মন্থর পায়ে। গ্রীষ্ম সন্ধ্যা। সারাদিন গুমোট এক আবহাওয়া ছিল। মেঘ জমেছে এখন দক্ষিণ-পশ্চিমে কোণ বরাবর। জয়ন্তর চোখের সামনে সেই মেঘ স্তর স্তরে স্তরে ঘন হয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল হু হু করে। নদীর বুক থেকে বাতাস উঠেছে। এলোমেলো পাগলামি তার। সেই পাগলামির সাড়া পেয়ে মেঘের জল বেপরোয়া। এই প্রথম সে আশ্চর্য চোখে দেখতে লাগল একটি নির্মল আকাশে কী অসামান্য কারুকাজে ছড়িয়ে পড়েছে মেঘ। বাতার ঘূর্ণী হয়ে উঠেছে এখন। বিষন্ন সুন্দরীর ঘরের দরজার পর্দা পতপত করে উড়ে পড়ছে। শূন্য ঘর। একটি রাত্রি-আলো জ্বলছে ঘরের মধ্যে শুধু। সম্মুখে নদী বক্ষে উত্তাল হয়ে উঠেছে ঢেউ ! আরামকেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল জয়ন্ত। ঝড় আসছে দক্ষিণ-পশ্চিম দিগন্ত থেকে ধেয়ে, প্রবল ঘূর্ণীপাক খেতে খেতে। সু-উচ্চ বৃক্ষরাজির মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে ঝড়। চোখের পলকে ঝড় এদিকেও ঝাঁপিয়ে পড়ল। কালবৈশাখীর কী অপূর্ব তাণ্ডব নৃত্য ! দু'চোখ ভরে দেখতে দেখতে পায়চারি করছে সে। বিষন্ন সুন্দরীর তিনতলার বারান্দাটিও এখন ধুলো ধূসরিত। বারান্দার ভেতর দিকে হলুদ রঙের একটি দড়িতে নরম নীল রঙের একটি স্বচ্ছ জামা টাঙানো ছিল। উড়ছে সেটি। পাক খাচ্ছে দড়িতে। হঠাৎই ঝনঝন শব্দে কাচের জানালা ভাঙার শব্দে চমকে তাকিয়েছে জয়ন্ত। বন্ধ একটি জানালার পাল্লা বাতাসের প্রবল চাপে খানখান হয়ে ভেঙে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল। সচকিত জয়ন্ত। বিষন্ন সুন্দরীর ঘরের এদিকের দুটো জানালাই সবসময় বন্ধ থাকে। আজ অবাক হয়ে একটি বন্ধ জানালা উন্মুখ হয়ে গেল দেখল সে। অদ্ভুত ডায়মন্ড কাটে ভেঙেছে শার্সিটি। দাঁড়িয়ে পড়ে দেখার চেষ্টা করল সে ঘরের ভেতরের অংশটি। এ ঘরে টিউব লাইট জ্বলছিল, বাইরে থেকেই দেখা যাচ্ছিল। এখন অংশত মুক্ত স্থান দিয়ে ঘরের অভ্যন্তরে যে দৃশ্য দেখা যাচ্ছে, তা হল একটি সোফার পেছন দিক। ঘন নীলের ওপর সোনালি জড়ির বুটি দেওয়া একটি লম্বা সোফা। কৌতূহল চাপ সৃষ্টি করছে তার শরীরের ভেতর এখন। বিষন্ন হরিণীর চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না। 'এই দেখি, এই দেখি না তারে, খুঁজে পাই, পেয়েও হারাই' - এই অনুভূতির চরমতম অবস্থা এখন তার।

ঝড়ের বেগ নরম এখন অনেক। বৃষ্টি শুরু হয়েছে তুমুল। একবার তার মনে হল এভাবে সময় বৃথা বয়ে যেতে দেওয়া যায় না। গত দশ বছর ধরে সে দিদিমার দানপত্র করে রেখে যাওয়া এই বাড়িতে যাওয়া-আসা করছে। কখনও দেখেনি সে এই

তিনতলা বাড়িটিতে কাউকে। এই প্রথম আশ্চর্য সুন্দরী, বিষন্ন এবং নিরুত্তাপ সেই নারীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ! একবারও ভুল করেও তার দিকে সে চোখ তুলে তাকায়নি !

'শিকার করাটা একটা আর্ট !' কথাটা আবার নড়াচড়া করে উঠল জয়ন্তর মাথার মধ্যে। পরাজিতের অনুভূতি হচ্ছে। শুধু কি পরাজয় ? পায়চারি করছে সে দ্রুত পায়ে। যেন ঝড়ের গতি সে পায়ে নূপূরের মতো পরে নিয়েছে। পরাজয় বলবে না সে একে। ভাললাগার দুর্দমণীয় ঘোরে আক্রান্ত হতে হতে এই তিনদিন পর যাবতীয় সংযম সমস্ত লিখিত অথবা অলিখিত সীমানা অতিক্রম করে বিস্ফোরণের মুখে। সে উঁকি দিল আর একবার ভাঙা শার্সির পথে। চমকে উঠল তক্ষুনি। দু'টি তুষার সাদা হাত, সাদা কাচের চুড়িতে, সাদা আলোয় অপূর্ব এক মায়া সৃষ্টি করেছে। হাত দুটি জানালার ভাঙা অংশ থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বিষন্নতার দু'টি হাত সুন্দরীর মাথার পেছনে এই মুহূর্তে জড়ো করা। নীল সোফার পশ্চাদ্‌পটে হাত দুটি পটে আঁকা এক মায়ারূপ বলে মনে হল জয়ন্তর। ন্নাহ ! আজ সে সমস্ত দূরত্ব ঘুচিয়ে আলাপ করতে যাবে বলেই স্থির করল সুন্দরীর সঙ্গে। এভাবে সে তার আকাঙ্খার অপমান করতে দেবে না। সে সেই পুরুষ যার কাছে কোনও নারীই অধরা থাকতে পারে না। তার এই চল্লিশ বছরের যৌবনকালে আঠাশটি নারীর সম্পর্ক মস্তিষ্কে লিপিবদ্ধ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে সম্পর্কের সংখ্যা গণনাতীত। কারণ, বিভিন্ন ভ্রমণকালে পথে প্রবাসে তার বহু সম্পর্ক রয়েছে, যার সময়কাল হয়তো খুব বেশি হলে একদিন অথবা আধঘন্টা। তাদের নাম দূর অস্ত, তাদের অধিকাংশেরই চেহারাই স্মরণে আসে না।

বিষন্ন সুন্দরী এ বাড়িতে একাই বাস করে তার ধারণা। কারণ এই তিনদিন চব্বিশ ঘন্টায় রাতের ঘুম আর অতি প্রয়োজনীয় কিছু শারীরিক ক্রিয়াকর্ম ছাড়া তার দু'চোখ সজাগ এবং ধাবমান ছিল প্রতিটি মুহূর্ত, ক্ষণ, পল। সে দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তিকে দেখেনি মুহূর্ত ভুলেও।

একটি ঘন্টার ক্রম ধারাপাতের পর শিথিল হল বৃষ্টি ধারা। ভিজে রাস্তায় ল্যামপোস্টের আলোয় দেখা যাচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে তবে তা বড় ছন্দবদ্ধ। ঝিরঝির ঝিরঝির তার নিঃশব্দ পতন। সারা দিনের গুমোট কেটে গিয়েছে। নদীর বুক থেকে উঠে আসছে বাতাস ; তার শরীরে সিক্ত গন্ধ।

হাত দু'টিকে দেখা যাচ্ছে এখনও। ভঙ্গী পরিবর্তন হয়েছে শুধু। তার চোখের সামনেই হাত দু'টো সরে গেল এবার। পরিবর্তে দু'টি পা একে অন্যের থেকে সামান্য তফাতে নীল সোফার মাথায় রাখতে দেখল জয়ন্ত। তুষার ধবল দু'টি মসৃণ পায়ের পাতা ; সোনালি নূপূরের আলগা বেড়ি তাকে অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ দিয়েছে ! পায়ের পাতা দু'টি মাঝে মাঝে নড়াচড়া করছে। অর্থাৎ বিষন্ন সুন্দরী এই মুহূর্তে সোফায় যে ভঙ্গিতে শুয়ে আছে তা প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করল সে। বসে সোফার হাতায় তার মাথাটি ন্যস্ত করে শরীরটিকে টান করে দিয়েও পা দু'টিকে সোফার মাথায় তুলে ধরেছে। অপূর্ব ! এই ভঙ্গিটি জয়ন্তকে পাগল করে তুলল। উন্মাদ দশা তার। ঘরের দরজাটি তালাবন্ধ করে বেরিয়ে পড়ল সে। আর এক মুহূর্তমাত্র দেরি নয়। আগামীকাল তার কলকাতা প্রত্যাবর্তনের দিন। অফিস, কর্মময়তা, তার মধ্যে শ্রাবণী, ভারতী, দীপাদের সঙ্গসুখ। সঙ্গসুখ কিনা এই মুহূর্তে তা তার বোধের অতীত। পার্ক স্ট্রিট, বার-রেস্তোরাঁ, তার বেঁচে থাকার রসদ। ফিরে যেতে হবে তাকে নতুন শিকারের বড় অন্যরকম স্বাদ নিয়ে। মাথার মধ্যে নড়েচড়ে উঠে বসল আবার কথাটা 'শিকার করাটা একটা আর্ট !' নরম হরিণী মাংসের সুস্বাদু স্বাদ তার জিভের রসনা বৃদ্ধি করেছে এখন। তারই সঙ্গে আরও বেশি কিছু যেন। মৃদু সিম্ফনির সুর বেজে চলেছে বাতাসে। দু'টি নরম পেলব তুষার সাদা পায়ের পাতায় আনন্দ রাগ !

হাত কাঁপছে কি ? হ্যাঁ, পুরোনো ধরনের এই বাড়িতে দরজায় ঘন্টির পরিবর্তে কড়া নাড়ার রেওয়াজ বোধহয়। আর দরজার কড়ায় হাত ছোঁয়াতে যেতেই কাঁপুনি টের পেল সে। মিনিট খানেকের দূরত্ব অতিক্রম করতে হাঁপিয়ে গেছে সে, বুঝতে পারছে, পরিশ্রম হেতু যে তা নয়, উপলব্ধি করতে পারছে। দ্বিধাগ্রস্ত মনকে শক্ত করল জয়ন্ত। এতটাই যখন সে অগ্রসর হয়েছে তখন পিছিয়ে সে আসবে না।

দু'বার কড়াঘাত করতেই ভিতর থেকে যে কণ্ঠস্বর ভেসে এল তা তার মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট অনুভব করার মুহূর্তেই, উন্মুক্ত দরজার সামনে সে ; বিষন্ন সুন্দরী। তড়িতাঘাতপ্রাপ্ত জয়ন্ত। এত রূপও মানুষের হয় ! তা বলে এত রূপ ! তুলি দিয়ে আঁকা নিখুঁত বঙ্কিম রক্তবর্ণ রেখার মধ্যবর্তী স্থান থেকে প্রকৃতপক্ষেই দুধসাদা মুক্তোর সারি প্রকাশিত ! সে যেন ভীষণ অবাক হয়েছে এমনই তার অভিব্যক্তির প্রকাশ। ঈষৎ ডিম্বাকৃতি মুখের কোলে প্রাচীন ভাস্কর্যের রহস্যময়তা। পরিমাপ মতো চিবুকের ধার। কপাল থেকে বিভাজিকার মতো সুউচ্চ পরিমিত নাকটি দিয়েছে তাকে

সহজ স্বচ্ছ ব্যক্তিত্ব। আর তার পাখির ডানার মতো উড়ন্ত ভ্রু-যুগলের ঠিক নিচেই কালো দীঘি ! টলটল করছে বাঙ্ময় জলরাশিতে উচ্ছ্বলতার সূক্ষ্ম ছোঁয়া !

সে বলল, বলুন।

-- আমি মানে ... ; এই প্রথম জীবনে কথা হারিয়ে ফেলল জয়ন্ত। তার সপ্রতিভ উধাও।

-- হ্যাঁ বলুন --।

-- আমি, আই মিন, আমি আপনার বাড়ির ...। তার কথা মধ্যপথে থামিয়ে দিয়ে বিষন্ন সুন্দরী বলে উঠল, আসুন। বাইরে কেন ? আমার বাড়িতে বাইরে প্রতীক্ষা করার নিয়ম নেই।

সুগন্ধ তাকে জড়িয়ে রেখেছে। অপূর্ব সৌরভ পেল জয়ন্ত বিষন্ন সুন্দরীর শরীর থেকে। নিখুঁত দেহবল্লরী তার। পশ্চাদ্‌দেশের গঠনটি যক্ষ-প্রিয়ার কথা স্মরণ করায়। মৃদু হাসি ছড়িয়ে দিয়ে সোফায় শরীর আলস্যে মেলে দিয়ে বসল সে। অপূর্ব দ্রিষ্টিতে চেয়ে আছে, বলল, আরাম করে বসুন।

অপ্রতিভ লাগছে জয়ন্তর। রাত্রি নেমেছে এখন। এই বন্ধ দরজা ঘরে এইভাবে সে শিকারের মুখোমুখি হবে একটু আগেও কল্পনা করতে পারেনি। দৃষ্টিতে দৃষ্টি স্থাপন করতে ব্যর্থ হল। বলল, আসলে আমি --।

-- আমি রেশম।

-- আপনি আমাকে চেনেন না তো ? আমি জয়ন্ত।

ঘরের নৈঃশব্দ ভেঙে খান্ খান্। খিলখিল করে হাসছে রেশম, বলল, কেন চিনব না ?

-- চেনেন ? ভিতরে ভিতরে বিস্ময়বোধ তুমুল হয়েছে জয়ন্তর। যে মহিলা এই তিনদিন একবারও ভুল করেও পলক তুলে তাকায়নি তার দিকে, সে জলধারার মতো সহজ গতিতে বলছে, তাকে চেনে !

হাসির ধারাটি অব্যাহত রেখেছে রেশম, বলল, কী কান্ড বলুন দেখি ! এই তিনদিন আপনি যে নাওয়া-খাওয়ার সময় পাননি ! তাই না ?

'লজ্জা ! লজ্জা !' এমন নির্মম রসিকতা আজ পর্যন্ত কোনও মেয়ে তার সঙ্গে করেছে কিনা স্মরণে আসছে না জয়ন্তর। এইভাবে লজ্জিত হয়েছে কিনা সে ইতিপূর্বে মনে পড়ে না। কী বলবে, এ সময়ে কী বলা উচিত বুঝতে না পেরে বলল, একটা সিগারেট খেতে পারি ?

-- অবশ্যই, স্বচ্ছন্দে। সরবত দিই ? আমার এখানে হার্ড ড্রিঙ্কস চলে না। অপূর্ব রমণীয় ভঙ্গি রেশমের, সোফার আলস্য ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, বলল, বসুন।

ছকে বাধা গন্ডির বাইরের এক দৃশ্য যেন এ। এমন রূপের সামনে, এমন আশ্চর্য ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি এই প্রথম সে। অস্বচ্ছন্দ বোধ হচ্ছে তার। অথচ কলকাতার বহু নামী মডেল, বহু আন্তর্জাতিক বহুজাতিক কোম্পানির উচ্চ-পদাধিকারী যখন তখন তার বক্ষলগ্ন হয়। কত সহজ স্বচ্ছন্দ তখন সে। ক্লাব, রেস্তোরাঁ, বার, সিগারেট, মদ্যপান, গাঁজা, সাহিত্য থেকে শিক্ষা -- আলোচনার শীর্ষ পরিসরে এতটুকু অস্বস্তি নেই তার। অথচ আজ ?

দু'গেলাস সরবত সৌখিন ট্রে-তে সাজিয়ে নিয়ে এসেছে রেশম। অঢেল মেহেন্দি রাঙা চুল তার দীর্ঘ লীলায়িত তনুটি ঘিরে। অবশ্য চুলগুলো বশীভূত করার কোনও চেষ্টাই করল না সে। সোফায় ডুবিয়ে নিল শরীর, ভঙ্গিটি জয়ন্ত যেন তার বহু পরিচিত।

সহজ ভঙ্গিতে বলল, নিন, যা গরম ! তবু এই বৃষ্টিটা হল বলে ! কথা আসছে না জয়ন্তর। এই ঘর, এই রূপসী মেয়েটির প্রতি তার যে দুর্নিবার কৌতূহল উপছে উঠেছিল, তাতে বাঁধ দিয়েছে সে। কিছু বলতে যাওয়ার আগেই অন্দর থেকে পুরুষ কণ্ঠস্বরে কাশির শব্দ এল তখনই। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভিতর থেকে বেরিয়ে এল

মধ্যবয়স্ক পুরুষ। একটু বেমানান চেহারার পুরুষটি তাকে লক্ষও করল না যেন। রেশমের দিকেও দৃষ্টিপাত না করে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, এক ঘন্টার বেশি লাগবে না নিশ্চয়ই। আসছি ঘুরে। রেটটি আগে বলে দিও বাবুকে।

ঘরের জোরালো বাতিটি কখন যেন নিভে গিয়েছে। স্বপ্নিল সবুজ আলো ঘরের চতুর্দিক জুড়ে শরীরী মাদকতা সৃষ্টি করেছে এটুকু শরীরের সমস্ত রোমকূপ দিয়ে উপলব্ধি করতে পারছে সে এখন। শিকারী তার বুকের উপর। তার মুখের উপর জ্বলজ্বল করছে শিকারীর ক্ষুধার্ত চোখ। অবিন্যস্ত কেশরাশি অসংখ্য সাপিনীর মতো। মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে তার। অনির্বচনীয় পুলকে সেই মৃত্যু-আনন্দ অনুভব করছে জয়ন্ত এখন।

মৃত্যুর চরম মুহূর্তে তার করোটি ভেঙেচুরে বিস্ফোরণ ঘটল একটি কথার, 'শিকার করা একটা মস্ত আর্ট।' বধ্যভূমিতে হরিণীর জিহ্বায় ব্যাঘ্রের ক্ষুধা, রক্তের পিপাসা -- এই অভিজ্ঞতা তার জীবনে প্রথম।